[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে আসামিদের গ্রেফতার না করায় হুমকির মুখে বাদীপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে জমি দখল, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেফতার না করার অভিযোগ উঠেছে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বিরুদ্ধে। মামলার বাদী মজিদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, আসামিরা গ্রেফতার না হওয়ায় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তাকে ও তার পরিবারকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ১৩ জুন ২০২৬ শনিবার সকালে গাড়াবাড়িয়া গ্রামের অফছার আলীর ছেলে মজিদুল ইসলামের কেনা জমি দখল করে প্রতিপক্ষরা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় মজিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে মখলেছুর রহমান, মো. আবুল কালাম, হেলাল উদ্দীন, বাশার আলী, লালচাঁদ আলী, হবিবর, বিল্লাল হোসেন ও মহাসিন আলীর নামে মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে মামলাটি গাংনী থানায় এজাহার হিসেবে নথিভুক্ত হয়। মামলার পর মখলেছুর রহমান ও মো. আবুল কালাম গ্রেফতার হলেও বাকি ৬ আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

বাদীর অভিযোগ, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বাকি ৬ আসামিকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। বাদী মজিদুল ইসলাম বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। ফলে আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসামিদের অব্যাহতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এমনকি মামলার সাক্ষীদেরও তারা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাদী ও সাক্ষীদের হুমকি দিচ্ছে—এমন তথ্য পেয়েছি। বিষয়টি আমরা আদালতের নজরে আনব।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বক্তব্য জানতে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া

যায়।

তবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুদাদ্দিদ মুর্শেদ চৌধুরী বলেন, পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। আজও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আসামি ধরা হচ্ছে না—এই অভিযোগটি সত্য নয়।

গাংনীতে দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়লো আওয়ামীলীগ নেতার দোকান

মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আওয়ামীলীগ নেতার দোকান পুড়ে গেছে। এতে দোকানে থাকা রড, সিমেন্ট, প্লাস্টিকের পাইপসহ প্রায় নয় লক্ষ টাকার সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া চার রাস্তার মোড়ে জাবিদ ট্রেডার্সেএ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটির মালিক বজলুর রহমান বকুল একই এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্থানীয় সোহেল বলেন, আজ ভোরে আমি নওদা মটমুড়া বাজারে এসে দেখি বকুল ভাইয়ের দোকানের ভিতর থেকে ধুয়া বের হচ্ছে। তখন আমি ভাইকে ফোন দিয়ে জানালে তাৎক্ষণিক ভাই এসে দোকান খুললেই দেখি সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কিছু জায়গাই আগুন জ্বলছে। তখন আমরা স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলি।

জাবিদ ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী বজলুর রহমান বকুল বলেন, আমাকে আজ ভোরে সোহেল বলে একটা ছেলে মোবাইল করে বলে আমার দোকানের মধ্য দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে। আমি তাৎক্ষণিক বাড়ি থেকে দোকানে চলে আসি। এসে দেখি দোকানের ভিতর থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। তখন দোকানের তালা খুলে দেখি দোখানের মধ্যে থাকা সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর বেশ কয়েক স্থানে আগুন জ্বলছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতাই সেই আগুন নিভিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় দোকানের

ভেন্টিনেটরের মধ্যে দিয়ে কোন কিছু স্প্রে করে তারপর আগুন লাগিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে দোকানে থাকা আমার ৮০ বস্তা সিমেন্টের বস্তা কেটে দিয়েছিলো দুবৃত্তরা। আর আজকে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। দোকানে প্রায় নয় লক্ষ টাকার মত সিমেন্ট ছিলো। সব পুড়ে গেছে। আমি এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচার চাই?

স্থানীয় মরজেল আলী বলেন, এই হার্ডওয়ারের দোকানে যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মানুষের কাজ করেনি। তারা অমানুষ। তাদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া উচিৎ। মানুষের ফসল নষ্ট করা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া এগুলো খুব জঘণ্য কাজ।

জানা যায়, রাতের আধারে গাংনী উপজেলার নওদামটমুড়া গ্রামের বজলুর রহমান বকুলের রড সিমেন্টের দোকান ‘জাবিদ ট্রেডার্সে’ অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনাটি ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এদিকে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির কারণ উদঘাটনে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে।

গাংনীর বাহাগুন্দা মৌজা কেটে ইসলামনগরে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার অংশ কেটে মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি

গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে সাড়ে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ ২ যুবককে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। শনিবার দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত সাঈদ খানের ছেলে মো: শাকিরুল ইসলাম(২৫) ও একই এলাকার সুরমান আলী মন্ডলের ছেলে ইকবাল হোসেন(২২)।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।এ সময় দু’জনের গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাদের তল্লাশি করা হয়।তল্লাশি করে তাদের নিকট থেকে ৩’শ ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।তাদের সাথে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।

বামন্দী ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ দু’জনকে আটক করে।এ সময় মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত তাদের নিকটে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।আটকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে জমি দখল, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে জোরপূর্বক বাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভুগী বিএনপি কর্মী

মজিদুল ইসলাম ও তার ভাই মহিরুল ইসলাম। আজ শুক্রবার সকাল ১১ টায় গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ গাড়াবাড়িয়া অঞ্চলে ভয় ভীতি দেখিয়ে জমি দখল, চাঁদাবাজি, হামলা মামলার হুমকি ও সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সহ নানা অপকর্ম করছেন। তার অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আর মেহেরপুরে শিবির করে। এখন গ্রামে নব্য বিএনপি সেজেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভুগীরা আরো অভিযোগ করে বলেন, জেলা জামায়াতের সাবেক সাধারন সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমানের কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে সাড়ে ১৬ শতক ক্রয় করে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে গাছগাছালি লাগানো ছিলো। আমার মালিকানাধীন জমির সকল বৈধ কাগজপত্র ও রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সাজ্জাদ হোসেন পলাশ আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ার কারণে আমার প্রতিপক্ষ মকলেছুর রহমান ও আবুল কালাম সহ তাদের ক্যাডার বাহিনী আমার জমি জোরপূর্বক ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করে দখল করেছে। এতে আনুমানিক ৫/৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার করার কারনে মামলা তুলে নিতে নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে। হুমকির কারণে আমি এবং আমার পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি। যেকোনো সময় আমাদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলা কিংবা অন্য কোনো ধরনের হয়রানির আশঙ্কা করছি। এ কারণে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি না। আমি সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি।

গাংনীতে ২ গ্রাম হেরোইনসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সাবদারের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তা থেকে ২ গ্রাম হেরোইনসহ ইনারুল ইসলাম

(৪০) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে আটক করেন। আটককৃত ইনারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের দবির আলীর ছেলে।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) পলাশ পারভেজ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি রামকৃষ্ণপুর ধলার মোড় এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে।

এমন তথ্যের ভিত্তিতে এএসআই বিল্লাল হোসেন, এএসআই নওফেল মোল্লা ও কনস্টেবল মকছেদ আলীকে সাথে নিয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে সন্দেহভাজন হওয়ার কারণে তাকে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে তার কাছ থেকে ২ গ্রাম নিষিদ্ধ মাদক হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এসআই পলাশ পারভেজ আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটককৃত ইনারুল ইসলামকে ধলা পুলিশ ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। তাকে আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গাংনী থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ধলার মোড় এলাকায় ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ পলাশ পারভেজের নেতৃত্বে নিয়মিত টহল ও নজরদারির কারণে মাদক কারবারিরা নড়ে চড়ে বসছে। এই অভিযানের ফলে স্থানীয় সচেতন মহলের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

এক সময়ের জনপ্রিয় দেশি খেজুর এখন পাখির খাদ্য

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সড়কের পাশে, বাড়ির আঙিনায়,ফসলি জমির আইল কিংবা পুকুর পাড়,কিংবা পতিত জমিতে সারি সারি দেশি খেজুর গাছের দেখা মেলে। এসব গাছে থোকায়

থোকায় খেজুর ধরলেও বর্তমানে মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় অধিকাংশ খেজুর গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে। এক সময় এই দেশিই খেজুর হাটে বাজারে বিক্রি হতো।

তবে বতর্মানে সময়ে দেশিই খেজুরে ক্রেতাদের আগ্রহ না থাকাই থোকায় থোকায় গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে দেশিই খেজুর।

স্থানীয়দের মতে, প্রায় এক দশক আগেও দেশি খেজুরের আলাদা কদর ছিল। বাজারে এসব খেজুর বিক্রি হতো এবং অনেকেই লবণ মিশিয়ে কয়েক দিন রেখে পাকিয়ে খেতেন। সুস্বাদু এই ফলটি তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই অতীত। তবে এখন এসব খেজুর বতর্মানে পাখির খাদ্য হিসেবেই বিবেচিত।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, খেজুর গাছে থোকায় থোকায় ফল ঝুলতে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ খেজুর গাছেই নষ্ট হচ্ছে। একসময় মানুষ আগ্রহ নিয়ে এসব খেজুর সংগ্রহ করে তারা খেতেন। এ ছাড়া এসব গাছে কোনো কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না এবং বিশেষ যত্ন ছাড়াই ভালো ফলন পাওয়া যায়।

মালশাদহ গ্রামের কৃষক মিন্টু বলেন,বর্তমানে দেশি খেজুর মূলত পশুপাখির খাবারে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন খুব একটা খায় না।

অথচ এই খেজুর এক সময় আমি বাজার থেকে কিনে এনে খেয়েছি। তবে সময়ের ব্যাবধানে আজ তা হারাতে বসেছে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতিটি ফলের কোন না,কোন গুন রয়েছে।

তাই এ ফল খাওয়ার অভ্যাস বাড়ানো উচিত।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য আঃ হান্নান বলেন,আমরা বাল্যকালে যে সকল ফল দেখেছি,খেয়েছি তার মধ্যে অনেক ফলই এখন আর দেখা মেলেনা। ছোটবেলায় গাছ থেকে পেড়ে অনেক খেজুর খেয়েছি। তখন লবণ মিশ্রিত পানিতে দুই-তিন দিন রেখে খেজুর পাকিয়ে খাওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখনকার প্রজন্মের মধ্যে সেই আগ্রহ আর দেখা যায় না। আমরা আমাদের অনেক দেশিই ফল খাওয়া ভুলে গিয়েছি।

যার ফলে আমরা শারীরিক ভাবেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছি।

প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমি দেখেছি আগে ছোট-বড় সবাই দেশি খেজুর খেত। এখন আর তেমন কাউকে খেতে দেখা যায় না। কারন এখন হাতের

নাগালেই বিভিন্ন ধরনের বিদেশি খেজুর পাওয়া যায়। আবার সেগুলো দেশি খেজুরের চেয়ে স্বাদও বেশি। আর দেশি খেজুরের আঁটি বড় হওয়ায় শাঁস তুলনামূলক কম। তবে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে একসময় এর বেশ কদর ছিল।

খেজুরের গুড় বিক্রেতা আব্দুল খালেক বলেন, আমি প্রায় তিন শতাধিক গাছ থেকে শীতের মৌসুমে রস সংগ্রহ করে গুড় বানাই। আর বতর্মান সময়ে প্রতিটি গাছেই থোকায় থোকায় কাচা পাকা খেজুর ঝুলছে। অথচ আমি এই খেজুর একটাও পাড়ি না। সব আমি পাখির খাদ্য হিসেবে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন শতশত পাখি এই খেজুর খেতে আসে। বিশেষ করে শালিক,বুলবুলিসহ অনেক পাখি। তাদের কিচিরমিচির শুনতে খুব ভালো লাগে।

মো: মতিয়র রহমান বলেন, খেজুরসহ দেশি মৌসুমি ফলগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এসব ফলে প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। তাই দেশি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। আমি মনে করি প্রতিটি মৌসুমী ফলই এক একটি ভিটামিনের ভান্ডার।

‘এ গ্রামে বিএনপির নামগন্ধ রাখব না’ —গাংনীতে চিরকুটসহ বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি মুদি দোকানের সামনে থেকে লাল স্কচটেপ মোড়ানো একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নে শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, এ দোকানে বিএনপির কোনো লোক বসবি না। যারা বসবি তাদের সমস্যা আছে। এ গ্রামে বিএনপির নাম গন্ধ-রাখবো না।’শরিফুল ইসলাম একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে। পেশায় তিনি মুদি দোকানের পাশাপাশি চায়ের ব্যবসাও করেন। এ ঘটনার পর থেকে

স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত এগারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যাই। পরে ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে দোকান খুলতে গিয়ে একটি লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বস্তু ও চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিই।
পুলিশ এসে চিরকুট ও বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’ এ বিষয়ে কুমারীভাঙা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে নওদা মটমুড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বোমাসাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট পড়ে আছে। সেগুলো আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।’

গাংনীতে বর্জ্য থেকে তৈরি হবে জৈব সার

বর্জ্য মানেই দুর্গন্ধ আর পরিবেশ দূষণ এই সনাতন ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শহরের প্রতিদিনের গৃহস্থালি বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ‘ভার্মি কম্পোস্ট’ বা জৈব সার। এতে যেমন শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে, তেমনি স্থানীয় কৃষকরা পাচ্ছেন সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সার।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন প্রায় তিন টন বর্জ্য সংগ্রহ করে চৌগাছা ডাম্পিং স্টেশনে নেওয়া হয়।

সেখানে কর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করেন। এরপর জৈব বর্জ্য গ্রাইন্ডার মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় মানসম্পন্ন জৈব সার। বর্তমানে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদিত হচ্ছে, যা কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন সক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগও প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

কর্মরত কর্মী লিপী রিবেরু ও জরিকস জানান, তারা বাজার ও ঘরবাড়ি থেকে আনা বর্জ্য বাছাই করে মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করেন এবং পরবর্তী ধাপে তা নির্দিষ্ট বক্সে পচানোর জন্য রাখা হয়। বর্জ্য থেকে সার তৈরির এই প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সবজি চাষি সাবান আলী বলেন, “গাংনী পৌরসভার এই জৈব সার ব্যবহার করে আমি দারুণ সুফল পাচ্ছি। শুরুতে অনেকে এই সার নিয়ে টিপ্পনী কাটলেও এখন তারাই এটি ব্যবহারের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।”

গাংনী পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী রাজু আহম্মেদ বলেন, “প্রতিদিন উৎপন্ন বর্জ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে তা মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়। আমাদের এই উদ্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার পাশাপাশি টেকসই কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে গাংনী বাজার থেকে যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা থেকে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব সার কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পরিশোধন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা গেলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।”

পৌরসভার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারাও।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, “বর্তমানে মাটির গুণাগুণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ ৫ শতাংশ থাকার কথা থাকলেও গাংনীতে তা রয়েছে মাত্র ০.৭৭ শতাংশ। ফলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। পৌরসভার উৎপাদিত এই সার কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উদ্যোগটি আরও বড় পরিসরে বিস্তৃত করা গেলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।”

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৃষিকে এগিয়ে নিতে গাংনী পৌরসভার এই উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।